সংবাদ

তারিখ ... 26 MAY 2017
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সময় শেষ আজ

আবেদন করেনি এখনও ২ লাখ শিক্ষার্থী

রাকিব উদ্দিন

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির আবেদনের সময় আজ শেষ হচ্ছে। তবে এবার এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রায় দুই লাখ শিক্ষার্থী এখনও কলেজে ভর্তির আবেদনই করেনি। এবার ১০টি শিক্ষা বোর্ডে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ১৪ লাখ ৩১ হাজার ৭২২ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে গতকাল সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সারাদেশের কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করেছে মোট ১২ লাখ ৪৫ হাজার ২৪৪ জন শিক্ষার্থী। এ হিসেবে এখনও এক লাখ ৮৬ হাজার ৪৭৮ জন এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়ার বাইরে রয়েছে। আজ রাত ১২টা পর্যন্ত একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির আবেদন করা যাবে। এছাড়াও কিছু কলেজে ভর্তির আসন কমানোর কারণে শিক্ষা বোর্ডের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষরা। আবার শিক্ষা ব্যবসায়ীরা প্রতারণার মাধ্যমে নিজেরাই শিক্ষার্থীদের রোল নম্বর ব্যবহার করে ভর্তির আবেদন করছেন বলেও শিক্ষা বোর্ডে অভিযোগ করেছেন বেশকিছু শিক্ষার্থী।

আবেদন করেছে ১২ লাখ ৪৫ হাজার ২৪৪ শিক্ষার্থী

এ ব্যাপারে ঢাকা ট্রাস্ট কলেজের অধ্যক্ষ বশির আহমেদ ভুইয়া সংবাদকে বলেন, 'অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীদের এসএমএস করিয়ে দেয়া হয়। তালিকায় অখ্যাত ও নিম্নমানের কলেজ রাখা হয়। এ কারণে শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এসব অভিযোগ এসেছে শিক্ষা বোর্ডেও। এই প্রতারণার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ।' এদিকে ভর্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে আবেদন : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

আবেদন : করেনি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সংশ্লিষ্ট একাধিক কর্মকর্তা সংবাদকে জানিয়েছেন, গত বছরের চেয়ে এবার কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং এবার এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী কম হওয়ার কারণে সারাদেশের দুইশ কলেজে কোন শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করেনি। এছাড়াও আরও দুই শতাধিক কলেজে পাঁচজন বা দশজন শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করেছে। শিক্ষার্থী না পাওয়ায় নামসর্বশ্ব ও শিক্ষা ব্যবসায়ীদের পরিচালিত এসব কলেজ অস্তিত্বসঙ্কটে পড়তে পারে বলে শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আশফাকুস সালেহীন সংবাদকে বলেন, 'অনেক কলেজই শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে পারেনি। ফলে শিক্ষার্থীরা ওইসব কলেজে ভর্তির আবেদন করেনি। যেসব কলেজে কোন শিক্ষার্থী ভর্তির আগ্রহ প্রকাশ করেনি, সেসব কলেজের তালিকা করা হচ্ছে।'

ড. আশফাকুস সালেহীন অতীত অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, 'প্রতিবছরই দেখা যায় প্রায় এক লাখ শিক্ষার্থী কলেজে ভর্তির আবেদন করে না। এবারও হয়তো তেমনই হবে। সময় শেষ হলে বোঝা যাবে আসলে কতজন আবেদন করেনি।'

তিনি গতকাল সন্ধ্যা ৬টায় জানান, এখন পর্যন্ত মোট ১২ লাখ ৪৫ হাজার ২৪৪ জন ছাত্রছাত্রী কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করেছে। এর মধ্যে অনলাইনে আবেদন করেছে ৯ লাখ ৩৯ হাজার ৩৯০ জন এবং মোবাইল ফোনে এসএমএসে আবেদন করেছে তিন লাখ ২৫ হাজার ৪২২ জন। আর মোট আবেদন জমা পড়েছে ৫৯ লাখ ৬২ হাজার ১২৮টি। ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী, এক জন শিক্ষার্থী সর্বনিম্ন ৫টি ও সর্বোচ্চ ১০টি কলেজের অনুকূলে আবেদন করতে পারছে।

এ ব্যাপারে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও দেশের অন্যতম বৃহৎ 'খুলনা বিএল কলেজে'র অ[illegible] অধ্যাপক সৈয়দ সাদিক জাহিদুল ইসলাম সংবাদকে বলেন, 'প্রায় প্রতিবছরই এসএসসি ও এইচএসসি পাস করার পর অনেকের পড়ালেখা আর চালু রাখা সম্ভব হয় না। অনেক মেয়েরই এ সময় বিয়ে হয়ে যাওয়ায় আর পড়ালেখা আগানো সম্ভব হয় না। সব মিলিয়ে অনেক শিক্ষার্থী এসএসসি পাস করেও কলেজে ভর্তি হয় না। এ বিষয়টি নিয়ে অনেক কাজ করার রয়েছে।'

আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাবকমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান আবেদনের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে বলেছেন, 'খুব ভালোভাবে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। আবেদন শেষে যাচাই-বাছাই ছাড়াও পুনর্নিরীক্ষণে ফল পরিবর্তন হওয়া শিক্ষার্থীরা ৩১ তারিখ আবেদন করবে। ৫ জুন ভর্তির ফল বা তালিকা প্রকাশ করা হবে।'

কলেজের আসন কমানোর বিষয়ে কিছু অধ্যক্ষের প্রশ্ন তোলার বিষয়ে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, 'যেসব কলেজে বাড়তি আসনের দরকার নেই সেখানেই কমানো হয়েছে। অনেক কলেজ ৫শ আসন নিয়ে বসে আছে, অথচ গেল বছর ভর্তি হয়নি ১০ জনও। এসব প্রতিষ্ঠানের আসন কমানোই দরকার। তাও যা ভর্তি হয়েছে তার কয়েকগুণ আসন রাখা হয়েছে।'

এ ব্যাপারে রাজধানীর মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের মালিক ও শামসুল হক খান কলেজের অধ্যক্ষ ড. মাহবুবুর রহমান বলেন, শিক্ষা বোর্ড আসন কমিয়ে দিয়েছে। এতে ভর্তির জন্য চাপ সামলাতে পারছেন না তারা। ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজে বাণিজ্য বিভাগে ৫০টি আসন কমানো হয়েছে। বিজ্ঞানে অবশ্য কমানো হয়নি। তিনি বলেন, 'যাদের কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি হয় না, তাদের বিষয় আলাদা হতে পারে। আমাদের তো শিক্ষার্থী হয়।'

এবার আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট ৯ হাজার ৮৩টি কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি নেয়া হচ্ছে। এসব কলেজে একাদশ শ্রেণীতে আসন রয়েছে প্রায় ২১ লাখ। এর মধ্যে ঢাকার তিনটি কলেজে নিজস্ব পদ্ধতিতে অর্থাৎ লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'ভর্তি নীতিমালা ২০১৭' অনুযায়ী গত ৯ মে দেশব্যাপী একযোগে শুরু হয় একাদশ শ্রেণীর ভর্তি কার্যক্রম। আজ রাত ১২টায় শেষ হচ্ছে কলেজে ভর্তির আবেদন। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলক অনলাইনে শিক্ষার্থী ভর্তি করার কথা বলা হয়েছে ভর্তি নীতিমালায়। এবার অনলাইনে ভর্তির আবেদনে কোন সমস্যা হয়নি। তবে প্রথম দিকে টেলিটকে এসএমএসের টাকা পাঠানোয় কিছুটা জটিলতা পড়তে হয় শিক্ষার্থীদের, যা তা দ্রুতই নিরসন করতে সক্ষম হয় সংশ্লিষ্টরা।

শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক গতিতেই আবেদনের ফি পাঠাতে পারছে বলে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটি ও টেলিটক সূত্রে জানা গেছে। বুয়েটের ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইআইসিটি) এবং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির আবেদন গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণে কারিগরি সহয়তা দিচ্ছে।

গত ৪ মে প্রকাশিত মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় এবার ১৪ লাখ ৩১ হাজার ৭২২ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে এক লাখ চার হাজার ৭৬১ জন। এসব শিক্ষার্থী ছাড়াও ২০১৫ ও ২০১৬ সালে মাধ্যমিক পাস করা শিক্ষার্থীরা একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ পাবে।